# Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya

**Department Of Sanskrit**

**Date: 03/04/2020**

**Study Material**

**For**

**Part-III (Hons.) in Sanskrit**

**Sanskrit Literature, Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note**

---

CBM/Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/3.4.2020

Prepared By

Jhantu Das

Dept. of Sanskrit

**সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.....**

## 1. সুশ্রুতসংহিতা

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদের ব্যাপক অনুশীলন ঘটেছিল। আয়ুর্বেদ মানে যে শাস্ত্রের সাহায্যে আয়ু বা জীবন লাভ হয়। অথর্ববেদের ভেষজ্য মন্ত্রগুলিই ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রাথমিকরূপ বলে মনে করা হয়। প্রাচীনভারতে অনান্য শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনেক আচার্যদের নাম পাই। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য সুশ্রুত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। মহাভারতে তাকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলা হয়েছে। কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য সুশ্রুত এই গ্রন্থের সঙ্কলক। তবে তাকে ধন্বন্তরীর শিষ্যও বলা হয়।

শল্যচিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক শল্যায়ুর্বেদিক ধন্বন্তরি কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সঙ্কলন সুশ্রুতসংহিতা। পরবর্তীকালে নাগার্জুনের হাতে পরিমার্জিত ও সংশোধিত সঙ্কলনটিই বর্তমানের সুশ্রুতসংহিতা ।

**এই গ্রন্থের ৬টি অধ্যায় :**

**১. সূত্রস্থান -** শল্য ও চিকিৎসাবিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ এবং ভেষজের শ্রেণীভেদ।

**২. নিদানস্থান -** রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ণয়

**৩. শারীরস্থান -** মানবদেহের বিবরণ ও ভ্রূণতত্ত্ব।

**৪. চিকিৎসাস্থান -** রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি

**৫. কল্পস্থান -** বিবিধ বিষ, তাদের প্রতিক্রিয়া ও চিকিৎসা।

**৬. উত্তরতন্ত্র -** পরবর্তী কালের এই অংশে বিবিধ বিষয় সংযোজিত।

সুশ্রুতমতে শল্য - প্রক্রিয়ার ৭টি ভেদ - ছেদন (amputation), ভেদন (excision), লেখন (scrapping), ব্রয্যন (probing), আহরণ (extracting), স্রিবণ (drainage) ও সীবন (stitching)। এখানে অঙ্গসংস্থান (Plastic surgery), ত্ব - অধিরোপণ (skin grafting) প্রভৃতির আলোচনাও পাওয়া যায়। সুশ্রুতসংহিতারও বহু টীকা রচিত। প্রাচীনতম টীকাকার জৈয়ট ও গয়দাস সমধিক প্রসিদ্ধ। চক্রপাণিদত্ত কৃত টীকার নাম ভানুমতী। অরুণদত্ত ও জল্লন যথাক্রমে খ্রী. ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর টীকাকার। আত্রেয়, হরীত ও সুশ্রুতের নামে 'বৃষ্যযোগ' (prescription of tonic) বিষয়ে নাবনীতক নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

## 2. বেতালপঞ্চবিংশতি

গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের চিরন্তনী প্রবৃত্তি ।এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই গল্পসাহিত্যের জন্ম। পৃথিবীর সব সাহিত্যেই গল্প সাহিত্যের সন্ধান পাই । প্রাচীন বারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে রয়েছে এক সমৃদ্ধ গল্পসাহিত্যভাণ্ডার। এই ভাণ্ডরের একটি হল শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি গল্পগ্রন্থটি।

বেতালবিষয়ক ২৫টি লোককথার সঙ্কলন বেতালপঞ্চবিংশতি নামে প্রসিদ্ধ। বেতালের গল্পগুলি অতি প্রাচীন এবং এগুলি যে মূলরূপে লোকসাহিত্যের (folk literature) মৌখিক ধাঁধা বা মজাদার গল্পের আকারে মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের

CBM/Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/3.4.2020

কথাসরিৎসাগরে বেতালকাহিনীগুলির প্রাচীনতম রূপ পদ্যে সংরক্ষিত আছে। জনৈক শিবদাস কর্তৃক রচিত গদ্যপদ্যমিশ্রিত বেতালপঞ্চবিংশতি সংস্করণটি সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অনেকের মতে প্রাচীনতম সঙ্কলন।

**গল্পের কাহিনী** - গল্প অনুসারে রাজা বিক্রমসেন বা ত্রিবিক্রমসেনের নিকট বেতালের মুখে ২৫টি উপাখ্যান বর্ণিত। এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন বিক্রমসেনের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে একটি ফলের ভিতর লুক্কায়িত রত্ন রাজার হাতে উপহার দিতেন। রত্ন-উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করে রাজা জানতে পারলেন যে ঐ সন্ন্যাসী তান্ত্রিক শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তার সাহায্য চান। প্রকৃতপক্ষে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রাজাকে বলিদানের জন্য নির্বাচন। করে মিথ্যা ছলনার আশ্রয়ে তাকে প্রতারিত করে হত্যার সঙ্কল্প করেছেন। সন্ন্যাসীর কপট অনুরোধে বীর নরপতি তার নির্দেশমত গভীর রাত্রিতে ঘনঘোর অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে একাকী শ্মশানের নিকটবর্তী এক গাছ থেকে শবদেহ গ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন। যথাস্থানে পৌঁছে শবটি কাধে নিয়ে তিনি শ্মশানে অপেক্ষারত সন্ন্যাসীর অভিমুখে রওনা হলেন। অমনি শবাধিষ্ঠিত বেতাল রাজাকে এক একটি কাহিনী শুনিয়ে তৎসম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বুদ্ধিমান রাজাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। বেতাল রাজার পাণ্ডিত্য ও বীরত্বে প্রীত হয়ে তার কাছে সন্ন্যাসীর কপট পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন এবং বেতালের পরামর্শে রাজা চাতুরীর সাহায্যে ধূর্ত সন্ন্যাসীকে হত্যা করে। আত্মরক্ষা করলেন।

**মূল্যায়ণ** - সমগ্র বেতালকাহিনী বৃহৎকথামঞ্জরীতে ১২২০ শ্লোকে এবং কথাসরিৎসাগরে ২১৯৫ শ্লোকে বর্ণিত। সুতরাং সোমদেবকৃত গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার। পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে শিবদাসকৃত বেতাল-পঞ্চবিংশতির (১২শ শতকের পরবর্তী) রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গী সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বেতালের প্রশ্নগুলি মূলতঃ জনপ্রিয় ধাধা ; কিন্তু কাহিনীগুলি অতীব কৌতুহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকটি গল্পের অভিনবত্ব, অবাধ কল্পনার বিস্তার, হাস্যরসের উপাদান, বুদ্ধির চাতুর্য, বিচিত্র পরিবেশ ও বহুমুখী উপাদান প্রভৃতি মিলে এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতীয় লোকসাহিত্যের অর্বাচীন সংস্করণ রূপে অত্যন্ত মূল্যবান।

### 3. বিক্রমাঙ্কদেবচরিত

পূর্বকালের বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ইতিহাস, আর কবি কল্পনার ভরেই সৃষ্টি হয় কাব্য। প্রাচীনভারতে ঐতিহাসিক বোধের উন্মেষের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তথাপি যেটুকু ইতিহাস ছিল তাকে সংরক্ষের চেষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন কবিগণ। সেইরকম একটি ঐতিহাসিক কাব্য হল বিলহনের বিক্রমাঙ্গদেবচরিত।

কাশ্মীরীয় কবি বিলহন বিক্রমাঙ্কদেবচরিত নামক ১৮ সর্গের ঐতিহাসিক কাব্যে চালুক্যবংশীয় রাজাদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের অন্তিম সর্গে কবির আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ। কবির পিতামাতার নাম জ্যেষ্ঠকলশ ও নাগাদেবী। কবির পিতা মহাভাষ্যের একটি টীকা রচনা করেছিলেন এবং তাঁর দুই ভ্রাতাও ছিলেন বিদ্বান ও গ্রন্থকার। বিলহণ স্বয়ং বলেছেন যে তিনি বেদ - বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করেছেন। খোনমুখ নামক গ্রামে কৌশিকগোত্রে বিলহণের জন্ম হয়। কবি স্বদেশে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে কান্যকুব্জ, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী, সোমনাথ, ধারা, সেতুবন্ধ প্রভৃতি নানাদেশও তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশেষে তিনি ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাঙ্কদেবের রাজধানী কল্যাণপুরে উপস্থিত হন ;

CBM/Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/3.4.2020

চালুক্যবংশীয় রাজা বিক্রমাঙ্কদেব (১০৭৬ - ১১২৭ খ্রী) তাঁকে বিদ্যাপতি উপাধি দিয়ে সাদর অভ্যর্থনাপূর্বক ছত্র ও গজ পুরস্কার দান করেন।

**বিষয়বস্তু -** বিক্রমাঙ্কের পূর্বপুরুষ চালুক্য থেকে বংশের বিবরণী শুরু ; তারপর বিক্রমাঙ্কের পিতা আবহমল্ল ; আবহমল্লের মৃত্যুর পর তার তিনপুত্র সোমশ্বর, বিক্রমাদিত্য ও জয়সিংহের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিবাদ ; মধ্যম পুত্র বিক্রমাদিত্য কর্তৃক চোলরাজার পরাভব ও আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, রাজকুমারী চন্দ্রলেখার স্বয়ংবর, বিক্রমাঙ্ক ও চন্দ্রলেখার বিবাহ, বসন্ত ঋতু, পুষ্পবচয় ও জলকেলি, অনুজ জয়সিংহের উপদ্রব, বিক্রমাদিত্য কর্তৃক জয়সিংহকে দমন এবং তাকে ক্ষমা প্রদর্শন, রাজার মৃগয়াযাত্রা, বিক্রমপুরীর প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ এবং কাঞ্চীরাজ্য অধিকার প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত।

**মূল্যায়ণ -** সামগ্রিক বিচারে বিক্রমাঙ্কদেবচরিত সমসাময়িক ইতিহাসের খুঁটিনাটি বর্ণনা ও বিবরণ নয় ; গ্রন্থের নাম থেকে অনুমান করা যায় বাণভট্টের হর্ষচরিত অনুসরণে স্বীয় আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাঙ্কের মাহাত্ম্য বর্ণনাই তার গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা ছিল। অবশ্য সমসাময়িক শিলালিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করে চালুক্য রাজবংশের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, বিহ্লণের সঙ্গে তার কোনও অমিল নেই। তবে লেখকের অন্তরে ইতিহাস নথীকরণের প্রেরণ গৌণ, সংস্কৃত আলঙ্কারিক মহাকাব্যের পটভূমিতে ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যরচনাই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃতিচিত্রণ (৭ম ও ১০ম সর্গে বসন্তের বর্ণনা, ১২শ সর্গে গ্রীষ্মবনা, ১৩শ সর্গে বর্ষাবর্ণনা, ১৪শ সর্গে শরবর্ণনা এবং ১৬শ সর্গে হেমন্ত বর্ণনা), রাজকন্যার স্বয়ংবর, মধুপান, আমোদ - প্রমোদ প্রভৃতির বর্ণনায় কালিদাস ও তৎপরবর্তী মহাকাব্য - রচয়িতাদের পথই অনুসৃত। বিহ্লণ কাব্যরসের মাধ্যমে ইতিহাসের গ্রন্থনা করেছেন, তাই তার রচনায় ইতিহাসের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা কাব্যের রসময়তা গ্রন্থকে উজ্জ্বল করলেও ইতিহাসের মূল্য ক্ষুন্ন হয়েছে। রচনারীতিসাহিত্যগুণমণ্ডিত, অনুপ্রাস ও শ্লেষের প্রতি আকর্ষণও কম নয়। এছাড়াও বিহ্লণ কালিদাসের রচনারীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

CBM/Sanskrit-Part-III-Paper-V/Note/3.4.2020